নারায়নগঞ্জে কনস্টেবল হত্যা মামলায় ডেভিডসহ গ্রেপ্তার ৬, পাঁচজনের রিমান্ড



ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় কনস্টেবল আনোয়ার মোল্লা হত্যা মামলায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত আব্দুল্লাহ ও তাঁর ভাই মোহাম্মদ রিয়াজ ওরফে ডেভিড। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের গুলিতে ডেভিড আহত হন। এ ছাড়া ককটেল বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন চার পুলিশ সদস্য।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) জেলা পুলিশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। গ্রেপ্তার ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন আব্দুস সামাদ (২৩), মাহমুদুল হাসান (২২), জাবেদ কায়সার আজাদ (৪০) ও আদর (২২)। আব্দুল্লাহর বয়স ৩২ এবং ডেভিডের ২৮ বছর।

হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই জড়িতদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছিল পুলিশ। এরই ধারাবাহিকতায় মুন্সিগঞ্জ সদর এলাকা থেকে আব্দুল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ পানির ট্যাংকি ও তাসলিমপট্টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সামাদ ও হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর তাসলিমপট্টির একটি পরিত্যক্ত ভবনে ডেভিডকে ধরতে গেলে তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল ছোড়েন তিনি। পুলিশ দুই রাউন্ড গুলি ছুড়লে ডেভিডের ডান পায়ে গুলি লাগে। ককটেলের আঘাতে আহত হন চার পুলিশ সদস্য। পরে ডেভিডকে উদ্ধার করে খানপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ঘটনাস্থল থেকে তিনটি ধারালো চাকু, ককটেল তৈরির সরঞ্জাম ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া পৃথক অভিযানে এসআরবি-১১ এলাকা থেকে আরও দুই আসামিকে গ্রেপ্তার এবং তাঁদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

গত রোববার (২২ নভেম্বর) রাতে ফতুল্লার হাশেমবাগ এলাকায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সময় হামলার শিকার হন শীতলক্ষ্যা পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আব্দুস সাত্তার ও কনস্টেবল আনোয়ার মোল্লা। এএসআই সাত্তার পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন আনোয়ার।

এ ঘটনায় ফতুল্লা মডেল থানায় হত্যা মামলা করা হয়।